দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

37

ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিকের ফলেও ঘাপলা ?

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এইচএসসি পরীক্ষার ফলও ত্রুটিমুক্তভাবে প্রকাশ করতে পারেনি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ২১ অক্টোবর ফল প্রকাশের পর সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছে বোর্ড অফিসের সামনে। এসএসসিতে প্রথম বিভাগপ্রাপ্ত শত শত পরীক্ষার্থী খুঁজে পায়নি তাদের রোল নম্বর। সবার অভিযোগ, এবারও কোথাও কোন গলদ রয়েছে। ভুক্তভোগী পরীক্ষার্থীরা আজ বুধবার বোর্ড অফিসের সামনে বিক্ষোভ ও সমাবেশ আয়োজন করেছে।

জানা যায়, প্রতিবছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় চার বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ডের পাসের হার ও অন্যান্য বোর্ডের সাথে ব্যবধান বেশি থাকে। কিন্তু এ বছর এইচএসসি'র ফলে ঢাকা বোর্ডের অবস্থান সবচেয়ে নিচে। সবচেয়ে পাসের হার বেশি কুমিল্লা বোর্ডে, শতকরা ৫০ দশমিক ৮৩ ভাগ। ঢাকা বোর্ডে এই হার ৪২ দশমিক ৪৫ ভাগ। কুমিল্লা বোর্ডের সাথে ঢাকা বোর্ডের শতকরা ৮ দশমিক ৩৮ ভাগ ব্যবধানের বিষয়টি অনেকেই মেনে নিতে পারছেন না।

দেশের সবচেয়ে ভাল ও মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বোর্ডের অধীনে। অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করে পাসের হার

(২-এর পাতায় দেখুন)

ঢাকা বোর্ডের

(প্রথম পাতার পর)

এত কম ও অন্যান্য বোর্ডের সাথে ব্যবধান বেশি হওয়ায় ফেল করা ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবক-শিক্ষকদের কেউই বিষয়টি মেনে নিতে পারছে না। এ ব্যাপারে বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, এ বছর চার বোর্ড প্রতিযোগিতামূলকভাবে ফল প্রকাশ করেছে। কে আগে দিতে পারে এ মনোভাবের কারণে ঢাকা বোর্ডে ফল প্রকাশের আগে ব্যাপক তাড়াহুড়া সৃষ্টি হয়। অন্যান্য বোর্ডের চেয়ে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। আবার ফল প্রকাশ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে করতে গিয়ে কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ওপরি বাড়তি চাপ পড়ে। বোর্ডের সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, এ কারণে কোথাও কোন বড় ধরনের গলদ থেকেও যেতে পারে।

এদিকে এসএসসিতে ভাল রেজাল্ট করেও এইচএসসিতে ফেল করেছে বা পাসের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েও রেজাল্টশীটে নাম ওঠেনি এমন পরীক্ষার্থীরা আজ সকাল দশটায় বোর্ড অফিসে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করবে।

তিন পরীক্ষার্থীর অভিযোগ

বোর্ডের ভুলের কারণে তিন পরীক্ষার্থীর নাম রেজাল্টশীটে ওঠেনি। তারা জানায়, পরীক্ষা শুরুর আগে কম্পিউটারে ভুলের কারণে তারা প্রবেশপত্র পায়নি। এ ব্যাপারে 'দৈনিক জনকণ্ঠে' রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর তাদের রোল নম্বর দেয়া হয়, যা হচ্ছে ৯৯৯০০১, ৯৯৯০০২ ও ৯৯৯০০৩। কিন্তু রেজাল্টশীটে তাদের কারও নাম নেই। এ তিন পরীক্ষার্থী জানায়, তাদের ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি বলে বোর্ড অফিস জানিয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকা বোর্ডের ২০টি কলেজের শতাধিক পরীক্ষার্থী বোর্ডের ভুলের কারণে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।